২১-০১-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত-বাপদাদা" রিভাইসঃ ২১-০৪-৮৩ মধুবন

সঙ্গমযুগী মর্যাদায় চলাই পুরুষোত্তম হওয়া

আজ, বাপদাদা সব পুরুষোত্তম বাচ্চাদের দেখছেন । সঙ্গমযুগের মর্যাদাই পুরুষোত্তম বানায়, এইজন্য তোমাদের মর্যাদা পুরুষোত্তম বলা হয় । এই তমোগুণী মনুষ্য আত্মা এবং তমোগুণী প্রকৃতির বায়ুমন্ডলের ভাইব্রেশন থেকে নিরাপদ থাকার সহজ বিধি হলো এই মর্যাদা । যারা এই মর্যাদার ভিতরে থাকে তারা সদা মেহনত থেকে রেহাই পেয়ে থাকে । মেহনত তখনই করতে হয় যখন তোমরা মর্যাদার সীমারেখায় থেকে করা সঙ্কল্প, বোল বা কর্ম থেকে বাইরে বেরিয়ে আসো । বাপদাদার থেকে প্রতিপদে তোমরা মর্যাদা লাভ করো । সেই মর্যাদার সাথে প্রতি পদে চললে তোমরা স্বতঃই মর্যাদা পুরুষোত্তম হয়ে যাও । অমৃতবেলা থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত মর্যাদাপূর্বক জীবন কেমন হয় তা' তোমরা ভালোভাবে জানো । অহরহ সেই অনুসারে চলাই পুরুষোত্তম হওয়া । যখন নামই পুরুষোত্তম অর্থাৎ সকল সাধারণ পুরুষের মধ্যে উত্তম, তখন চেক করো, তোমরা সব শ্রেষ্ঠ আত্মাদের প্রথম মুখ্য বিষয় স্মৃতি উত্তম কিনা । স্মৃতি উত্তম তো বৃত্তি এবং দৃষ্টি, স্থিতি স্বতঃই শ্রেষ্ঠ । স্মৃতির মর্যাদার রেখা জানো তোমরা ? "আমি শ্রেষ্ঠ আত্মা" এবং "অন্যান্য সব আত্মারাও এক শ্রেষ্ঠ বাবার" । ভ্যারাইটি আত্মারা ভ্যারাইটি পার্ট প্লে করে । প্রথম এই পার্ট যেন ন্যাচারাল রূপে তোমাদের স্মৃতিতে থাকে । দেহ নজরে এলেও শুধুমাত্র আত্মাকে দেখ । এই সমর্থ স্মৃতি প্রতি সেকেন্ডে ন্যাচারাল স্বরূপে থাকতে হবে আর তখন তোমরা স্মৃতিস্বরূপ হয়ে যাবে । শুধু পুনরাবৃত্তি নয় যে আমিও আত্মা এবং এও আত্মা । প্রথম স্মৃতির এই মর্যাদা নিজেকে সদা নির্বিঘ্ন বানায় এবং অন্যকেও এই শ্রেষ্ঠ স্মৃতির সমর্থ ভাবের ভাইব্রেশন ছড়িয়ে দেওয়ার নিমিত্ত হয়ে যায়, যাতে অন্যরাও নির্বিঘ্ন হয়ে যায় ।

পাণ্ডব সেনা মিলনোৎসব পালন করতে তো এসেছ, কিন্তু সেইসাথে 'স্মৃতিস্বরূপ ভব'র বরদানও সঙ্গে নিয়ে যাও, যা প্রথম মর্যাদা-রেখার ফাউন্ডেশন । এই স্মৃতিই তোমাদের শক্তি নিয়ে আসে । যা কিছু শুনেছ সেইসবের কি এসেন্স তোমরা সঙ্গে নিয়ে যাবে ? এসেন্স হলো, স্মৃতিস্বরূপ হতে হবে । এই বরদানকে সদা অমৃতবেলায় রিভাইস করো । প্রতিটা কাজ করার আগে এই বরদানের সমর্থ স্থিতির আসনে বসে নির্ণয় করতে হবে কাজটা ব্যর্থ নাকি সমর্থ ! তারপরেই কর্ম করো । কর্ম করার পরে আবার চেক করো কর্মের আদিকাল থেকে অন্তকাল পর্যন্ত সমর্থ থেকেছ ? নয়তো, কোনো কোনো বাচ্চা আদিকাল সময়ে সমর্থ স্বরূপে কর্ম শুরু করেও, মধ্যে কিভাবে তাদের কর্ম ব্যর্থ বা সাধারণ কর্ম হয়ে গেছে এবং কোন সময়ে সমর্থ হওয়ার পরিবর্তে তারা ব্যর্থ এবং সাধারণ কর্মের দিকে চলে গেছে, সেটা তাদের জানা নেই । তারপর অন্তে তারা ভাবে, যা তাদের করা উচিৎ ছিল তা' তারা করেনি । তাহলে তার রেজাল্ট কি ! কিছু করে তারপর ভাবা, এটা ত্রিকালদর্শী আত্মাদের লক্ষণ নয় । অতএব, স্মৃতিস্বরূপ হও অর্থাৎ তিনকালের সমর্থ স্বরূপ হও । বুঝতে পারছ তোমরা, কি নিয়ে যেতে হবে তোমাদের ! সমর্থ স্থিতির আসন কখনো ছেড়োনা । এই আসনই হংস আসন । হংসের বিশেষত্ব, নির্ণয় শক্তির উপলব্ধি করা । নির্ণয় শক্তির উপলব্ধির দ্বারা সদাই মর্যাদা পুরুষোত্তম স্থিতিতে নিরন্তর সামনে এগিয়ে যেতে থাকবে । সদা আসনের এই বরদান এবং 'মর্যাদা পুরুষোত্তম' ঈশ্বরীয় এই টাইটেল যেন সাথে থাকে । আচ্ছা - আজ তো শুধু অভিনন্দন জানানোর দিন । কারণ তোমরা সেবাতে যাচ্ছ, সুতরাং অভিনন্দন দেওয়ারই তো দিন, তাই না ! তোমরা লৌকিক ঘরে যাচ্ছ না, যাচ্ছ সেবা

স্থানে । বকের মাঝেও তোমরা যাচ্ছ কিন্তু সেবার্থে যাচ্ছ । কর্মবন্ধনে বাঁধা তোমাদের সম্বন্ধে যাচ্ছ ভেবে যেওনা, সেটাও সেবার সম্বন্ধ । কর্ম সম্বন্ধ চুকাতে সেখানে তোমরা বসে নেই, আছ সেবার সম্বন্ধের দায়িত্ব পালনার্থে । এটা কর্মবন্ধন নয়, কিন্তু সেবার বন্ধন । আচ্ছা ।

সদা ব্যর্থকে সমাপ্ত করে হংস স্থিতির সমর্থ আসনে স্থিত হয়ে, সকল কর্মকে ত্রিকালদর্শী শক্তি দ্বারা তিনকাল সমর্থ বানানোর কারিগর সদা স্বতঃ আত্মিক স্থিতিতে থাকে, এমন মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার ।

গ্রুপের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকার :-

১) সদা নিজেদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান অনুভব করো ? যাদের বাবাই ভাগ্যবিধাতা তারা নিজেরা কত ভাগ্যবান হবে ! বাবা ভাগ্যবিধাতা, তাহলে তিনি উত্তরাধিকারে কি দেবেন ? তিনি নিশ্চয়ই তোমাদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য দেবেন, তাই না ? সদাসর্বদা ভাগ্যবিধাতা বাবা এবং তোমাদের ভাগ্যকে স্মরণ করো । যখন নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য স্মৃতিতে থাকবে তখন অন্যদেরও ভাগ্যবান বানানোর উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকবে কারণ তোমরা দাতার বাচ্চা । ভাগ্যবিধাতা বাবা ব্রহ্মা দ্বারা ভাগ্য বিতরণ করেছেন, সুতরাং তোমরা ব্রাহ্মণরা কি করবে ? ব্রহ্মার যা কাজ সেটা তোমরা সব ব্রাহ্মণদেরও কাজ । সুতরাং তোমরা এইরকম ভাগ্য বিতরণ করো ! লোকে কাপড় বিলি করবে, আনাজপাতি বিলি করবে, জল বিলি করবে কিন্তু শ্রেষ্ঠ ভাগ্য তো ভাগ্যবিধাতার বাচ্চারাই বিতরণ করতে পারবে । সুতরাং তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ ভাগ্য বিতরণকারী ভাগ্যবান আত্মা । যাদের ভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছে তাদের সবকিছু প্রাপ্ত হয়েছে । আজ যদি তুমি কাউকে কাপড় দেবে তো কাল তার খাবার কম পড়বে, কাল খাবার দেবে তো তাদের জলের অভাব হবে । এক একটা জিনিস তোমরা কত সময় ধরে দিতে থাকবে ।

এসবে তারা পূর্ণ পরিতৃপ্ত হতে পারেনা । কিন্তু যদি ভাগ্য বিতরণ করো তো যেখানে ভাগ্য সেখানে সবকিছু । সাধারণত কারও কিছু প্রাপ্ত হলে বলে "বাহ্ আমার ভাগ্য !' যেখানে ভাগ্য সেখানে সবকিছুর প্রাপ্তি । সুতরাং তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ ভাগ্য বিতরণকারী । এইরকম শ্রেষ্ঠ হওয়ার স্মৃতি, মহাদানী এবং শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান আত্মাদের সদা উড়তি কলায় নিয়ে যাবে । যেখানে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের স্মৃতি সেখানে সর্ব প্রাপ্তির স্মৃতি হবে । এই ভাগ্য বিতরণে দিলদরিয়া হও । এটা অফুরন্ত । যখন একটুখানি জিনিস থাকে তখন কিপটে ভাবের ভাবনা আসতে পারে কিন্তু এটা তো অপরিসীম, এইজন্য বিলোতেই থাকো । সদা দিতে থাকো, একটা দিনও যেন দান দেওয়া থেকে বাদ না যায় ! সদাকালের দানী সারা সময় নিজের ধনভান্ডার খুলে রাখে । এক ঘন্টাও দান বন্ধ করেনা । ব্রাহ্মণদের কাজই হলো সদা বিদ্যা নেওয়া আর বিদ্যা দান করা । সুতরাং এই কার্যেই সদা তৎপর থাকো ।

২) নিজেকে সদা সঙ্গমযুগী হিরেতুল্য অনুভব করো ? তোমরা সব বাচ্চারা প্রকৃত হীরে, তাই না ? হীরে অতি মূল্যবান । তোমাদের ব্রাহ্মণ জীবনেরও কত ভ্যাল্যু ! এই কারণে ব্রাহ্মণদের সদা শিখরে দেখানো হয় । শিখর অর্থাৎ উঁচু স্থান । কার্যতঃ দেবতারা সবচাইতে উঁচু, কিন্তু তোমরা ব্রাহ্মণরা দেবতা থেকেও উঁচু । এইরকম নেশা থাকে তোমাদের ? তুমি বাবার আর বাবা তোমার, এই জ্ঞান তো আছে, তাই না ! এই একটা বিষয় সদা স্মরণ রাখতে হবে । সদা মনে এই গীত বাজতে থাকুক

"যা পাওয়ার ছিলো তা' পেয়ে গেছি ।" স্থূলভাবে গীত গাইলে এক ঘন্টা পরে ক্লান্ত হয়ে যাবে কিন্তু এই গীত গাওয়ায় কোনো ক্লান্তি আসেনা । বাবার হওয়াতে তোমরা সবকিছু হও, তোমরা ড্যান্সার, সিঙ্গার, আর্টিস্ট হয়ে যাও, প্র্যাকটিক্যালি তোমরা নিজেদের ফরিস্তা রূপের চিত্র বানাচ্ছ । বুদ্ধিযোগের দ্বারা কত সুন্দর ছবি বানাও ! সুতরাং তোমরা যা বলো, সবকিছু হয়ে যাও । তোমরা বড় বড় বিজনেস ম্যান, মিল মালিকও হও । সুতরাং, সদা নিজের এই অক্যুপেশনকে স্মৃতিতে রাখো । কখনো খনির মালিক হও তো কখনো আর্টিস্ট হও, কখনো ড্যান্সার । এই জ্ঞান অতি মনোরম, নীরস নয় । কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে যে রোজ সেই একই আত্মা পরমাত্মার জ্ঞান শুনে যাচ্ছ, কিন্তু এটা আত্মা পরমাত্মার শুষ্ক জ্ঞান নয় । অতি চিত্তবিনোদনকর এই জ্ঞান, শুধু নিজের নতুন নতুন টাইটেল স্মরণ করো, আমি আত্মা কিন্তু কি ধরণের আত্মা আমি ! কখনো আর্টিস্টের আত্মা, কখনো বিজনেস ম্যানের আত্মা, সুতরাং এইরকম বিনোদনের সাথে নিরন্তর সামনে এগিয়ে চলো । বাবাও মনোমুগ্ধকর, তাই না ! দেখ, বাবা কখনো রজক হন তো কখনো বিশ্ব রচয়িতা, কখনো ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট ! সুতরাং যেমন বাবা তেমন বাচ্চারা । এইভাবেই এই মনোরম জ্ঞানের স্মরণ করে আনন্দিত থাকো ।

বর্তমান সময় অনুসারে নিজের এবং সেবার গতির মধ্যে ব্যালান্স থাকতে হবে । সবার ভাবা উচিৎ, যত সেবা নিয়েছ সম পরিমান সেবা তোমরা রিটার্ন দিচ্ছ ! এখন সময় সেবা করার । যেমন তুমি উন্নতি করবে সেবার উপযুক্ত সময় হতে থাকবে । কিন্তু সেই সময় অনেক বিপরীত পরিস্থিতিও থাকবে । সেই পরিস্থিতিতে সেবা করার জন্য এখন থেকেই সেবার অভ্যাস প্রয়োজন । সেই সময় যাতায়াত করাও মুশকিল হবে । মন্সা দ্বারা সেবা করেই তোমাদের অন্যদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে । সেটা হবে দেওয়ার সময়, নিজেকে পরিপুর্ণ করার নয়, এইজন্য প্রথম থেকেই নিজের স্টক চেক করো, তোমরা নিজেদের সর্বশক্তির স্টকে পূর্ণ করে নিয়েছ ? সর্বশক্তি, সর্বগুণ, সর্ব জ্ঞানের ভান্ডার এবং স্মরণের শক্তিতে সদা ভরপুর থাকো । কোনও কিছুর অভাব যেন না থাকে ।

২৮শে এপ্রিলের অমৃতবেলায় বাপদাদা সদগুরুবারের অভিনন্দন জানিয়েছেন

বৃক্ষপতি দিবসের অভিনন্দন । বৃক্ষপতি দিবসে সদাকালের জন্য বৃহস্পতির দশা অনুভব হয়, সদা এই স্মৃতিস্বরূপ থাকতে হবে । এখন তো তোমরা সবাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছো, তাই না ! কুমার গ্রুপ একবার তৈরি হয়ে গেলে সরবে ছড়িয়ে পড়বে । গভর্নমেন্টের কাছে পৌঁছে যাবে । কিন্তু যদি তোমরা অনুক্ষণ অবিনাশী বাবার সাথে থাকো । সুতরাং কোনরকম জটিলতার সৃষ্টি কোরোনা । তোমাদের উৎসাহ উদ্দীপনা সাহস আছে, যেখানে সাহস সেখানে তো অবশ্যই সাহায্য পাবে । তোমরা শক্তিরা কি ভাবছ ? শক্তিদের ছাড়া তো শিবও নেই ! যদি শিব না থাকেন তবে শক্তিও নেই, আর শক্তি যদি না থাকে তো শিবও নেই । বাবা তাঁর ভুজসকল ছাড়া কি করতে পারেন ! তাহলে প্রথম ভুজ কে ? বাহ্ ! আমিই তো সে ! আচ্ছা ।

পরমাত্ম অনুরাগে সদা অনুরাগী হও অর্থাৎ লাভলীন হয়ে যাও (অব্যক্ত মহাবাক্য - পার্সোনাল)

পরমাত্ম ভালোবাসার অনুভাবী হলে, এই অনুভবের দ্বারাই তুমি সহজ যোগী হয়ে নিরন্তর উড়তে থাকবে । পরমাত্ম ভালোবাসা তোমাকে ওড়ানোর সাধন ।যারা উড়ন্ত তারা কখনো ধরিত্রীর আকর্ষণে আকৃষ্ট হতে পারেনা । মায়ার রূপ যতই আকর্ষণযুক্ত হোক, কিন্তু যারা উড়তি কলায় স্থিত, তাদের কাছে সেই আকর্ষণ পৌঁছাতে পারেনা । পরমাত্ম এই অনুরাগের ডোর তোমাদের দূর দূর থেকে টেনে

নিয়ে আসে । এটা এমনই সুখদায়ী ভালোবাসা, যারা এই ভালোবাসায় এক সেকেন্ডে হারিয়ে যায়, তাদের সমস্ত দুঃখের অনেকটাই তারা ভুলে যায় এবং সদাকালের জন্য সুখের দোলায় দুলতে শুরু করে । জীবনে যা চাই যদি তা' কেউ দিয়ে দেয়, তাহলে সেটাই হলো ভালোবাসার লক্ষণ । তাইতো তোমরা সব বাচ্চাদের জন্য বাবার এত ভালোবাসা আছে যে, জীবনের সুখ -শান্তির সব কামনা পূর্ণ করে দেয় । বাবা যে শুধু সুখই দেন তা' নয়, তিনি সুখ-ভাণ্ডারের মালিক বানিয়ে দেন । এর সাথে তোমার শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখা টানার কলম দেন, যত চাও ভাগ্য বানাতে পারো -এটাই পরমাত্ম ভালোবাসা । যে বাচ্চারা পরমাত্ম ভালোবাসায় সদা লাভলীন, সদা আত্মহারা, তাদের ঝলক এবং নেশা, অনুভূতির কিরণ এত শক্তিশালী হয় যে, কোনো সমস্যা তাদের সামনে আসতে তো পারেইনা, এমনকি চোখ উঠিয়ে তাদের দিকে তাকাতে পারেনা । তাদের কোনও সময় কোনপ্রকার মেহনত হয়না । বাচ্চাদের প্রতি বাবার এত স্নেহ যে তিনি অমৃতবেলা থেকেই পালনা করতে থাকেন । দিনের আরম্ভই কত শ্রেষ্ঠ হয় ! স্বয়ং ভগবান তাঁর সাথে মিলনের জন্য তোমাদের ডাকেন, অন্তরঙ্গভাবে তোমাদের সাথে আলাপচারিতা করেন এবংশক্তি দিয়ে তোমাদের ভরপুর করেন । বাবার ভালোবাসার গীত তোমাদের জাগিয়ে তোলে । তিনি তোমাদের কত স্নেহের সাথে ডাকেন, ঘুম থেকে ওঠান - মিষ্টি বাচ্চা, প্রিয় বাচ্চা, এসো ! এই স্নেহের পালনার প্র্যাকটিক্যাল স্বরূপ হলো, 'সহজ যোগী জীবন' । কাউকে ভালোবাসলে, তুমি সেটাই করো তার যেটা ভালো লাগে । বাচ্চারা আপসেট থাকলে বাবার তা' ভালো লাগেনা, সেইজন্য কখনো এটা ব'লোনা, 'কি করবো' 'ব্যাপারটাই এমন ছিলো, এইজন্য আপসেট হয়েছি' ! যদি আপসেট হওয়ার মতো বিষয় উপস্থিতও হয় তুমি কখনো নিজেকে আপসেট হতে দিওনা । বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার এত ভালোবাসা যে তিনি মনে করেন সব বাচ্চাই তাঁর থেকে এগিয়ে । দুনিয়াতেও, যার প্রতি ভালোবাসা অধিক থাকে তাকে নিজেদের থেকে এগিয়ে রাখে । এটাই ভালোবাসার লক্ষণ । তাইতো বাপদাদাও বলেন, আমার বাচ্চাদের মধ্যে কোনো অভাব নেই, সব সম্পূর্ণ, সম্পন্ন এবং সমান হয়ে যাবে ।

পরমাত্ম ভালোবাসা আনন্দময় দোলা, এই সুখদায়ী দোলায় দুলতে দুলতে সদা পরমাত্ম ভালোবাসায় লাভলীন থাকলে, কখনো কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতি বা মায়ার থেকে কোনো বিপর্যয় আসতে পারেনা । ঈশ্বরীয় ভালোবাসা অনন্ত, অটল, এত আছে যা সবার প্রাপ্ত হতে পারে । কিন্তু পরমাত্ম ভালোবাসা প্রাপ্ত করার বিধি হলো, পৃথক হয়েও প্রিয় হওয়া । যত পৃথক অথচ প্রিয় হবে তুমি তত পরমাত্ম ভালোবাসার অধিকার লাভ করবে । পরমাত্ম- প্রেমে ডুবে থাকা আত্মারা কখনও হদের প্রভাবে আসতে পারেনা, সদা বেহদের প্রাপ্তিতে বিভোর হয়ে থাকে এবংতোমরা তাদের থেকে সদা রুহানিয়তের সুগন্ধ লাভ করো । ভালোবাসার লক্ষণ হলো, তুমি যাকে ভালোবাসো, তুমি তোমার সবকিছু তার কাছে সমর্পণ করে দাও । তোমরা সব বাচ্চাদের জন্য বাবার এত ভালোবাসা যে ভালোবাসার রেসপন্স দিতে রোজ এতবড় পত্র লেখেন । তিনি তোমাদের স্নেহ-স্মরণ দেন এবং তোমাদের সাথী হয়ে সদা সাথ দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেন । সুতরাং এই ভালোবাসায় নিজের সব দুর্বলতা বলি দিয়ে দাও । বাচ্চাদের প্রতি বাবার স্নেহ থাকে, এই কারণে তিনি সদা বলেন, বাচ্চারা, তোমরা যেমন যেরকম আছ, তোমরা আমার । এইভাবে তোমরাও ভালোবাসায় লাভলীন থাকো, অন্তর থেকে বলো, বাবা যা কিছু তোমার , সেই সকলই আমার । কখনো অসত্য - রাজ্যের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ো না । যাকে তুমি ভালোবাসো তাকে স্মরণ করতে হয়না, সে স্বতঃই স্মরণে থাকে । ভালোবাসা শুধু তোমার হৃদয়ের হোক, প্রকৃত এবং নিঃস্বার্থ হোক । যখন বলো আমার বাবা, প্রিয় বাবা, তখন তোমরা যাঁকে ভালোবাসো তাঁকে ভুলতে পারোনা । আর বাবা ছাড়া নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আর কোনো আত্মার থেকে

তোমরা পেতে পারোনা, এইজন্য কখনো স্বার্থের মনোভাবে তাঁকে স্মরণ কোরোনা, নিঃস্বার্থ ভালোবাসায় লাভলীন থাকো ।

দিনের প্রারম্ভ অমৃতবেলা থেকে আপন হৃদয়ে পরমাত্ম ভালোবাসাকে সম্পূর্ণরূপে ধারণ করে নাও । যদি হৃদয়ে পরমাত্ম অনুরাগ, পরমাত্ম শক্তি, পরমাত্ম জ্ঞান তোমার অন্তরে সম্পূর্ণরূপে অর্থাৎ ফুল থাকলে কখনো তোমার কারও প্রতি কোনরকম মোহ বা স্নেহ থাকবে না । এই পরমাত্ম স্নেহ এই এক জন্মেই প্রাপ্ত হয় । ৮৩ জন্ম দেব আত্মা বা সাধারণ আত্মাদের দ্বারা স্নেহ পেয়েছ, পরমাত্ম ভালোবাসা তোমরা এখন এই সময়েই লাভ করো । আত্মাদের থেকে পাওয়া স্নেহ-প্রেম রাজ্যভাগ্যের প্রাপ্তি থেকে তোমাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট করে আর পরমাত্ম ভালোবাসা রাজ্যভাগ্য লাভ করতে তোমাদের সমর্থ বানায় । সুতরাং এই ভালোবাসার অনুভূতিতে সম্পূর্ণভাবে ডুবে থাকো । বাবার প্রতি তোমাদের অনুরাগ যদি প্রকৃত হয় তবে সেই প্রকৃত অনুরাগের লক্ষণ সমান এবং কর্মাতীত হওয়া । 'করাবনহার' হয়ে কর্ম করো, করাও । তোমাদের কর্মেন্দ্রিয়'র প্রভাবে কোনকিছু কোরোনা, বরং কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা তুমি সবকিছু করাও । কখনও মন-বুদ্ধি-সংস্কারের বশে কোনও কর্ম কোরোনা । আচ্ছা !

বরদানঃ- করাবনহার-এর স্মৃতি দ্বারা সবচেয়ে বড় কার্য সহজ করে নিমিত্ত করনহার ভব

বাপদাদা স্থাপনার সবচেয়ে বড় কার্য স্বয়ং করাবনহার হয়ে নিমিত্ত করণহার বাচ্চাদের দ্বারা করাচ্ছেন । করণ-করাবনহার এই শব্দে বাবা এবং বাচ্চারা উভয়ে কম্বাইন্ড । হাত বাচ্চাদের আর কাজ বাবার । হাত বাড়ানোর গোল্ডেন চান্স বাচ্চারাই লাভ করেছে । যাই হোক, তোমরা অনুভব করো, যিনি করানোর তিনিই করাচ্ছেন, নিমিত্ত বানিয়ে চালাচ্ছেন । সব কর্মে করাবনহার রূপে তিনি তোমাদের সাথী ।

স্লোগানঃ- 'জ্ঞানী তু আত্মা' সে, যে আর্জি জানানোর পরিবর্তে সদা রাজী থাকে ।